# এমএসএস খবর

সেপ্টেম্বর, ২০২১ সংখ্যা

MSS
Working for the People

## ঠাকুরগাঁওয়ের প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করেছেন এমএসএস-এর প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ এম হাসান

ঠাকুরগাঁও জেলার সিঙ্গিয়া কলোনী ও কার্তিকতলা এলাকায় ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ শুরুর সময় শিশুকে সঠিক শিক্ষা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর, ২০২১ মাসে এসব স্কুল পরিদর্শনে যান এমএসএস-এর প্রেসিডেন্ট জনাব ফিরোজ এম হাসান।

ঠাকুরগাঁওয়ের প্রাক-প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বর্তমানে প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে মোট ৪০ জন শিশু পড়াশোনা করছে। শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এসব স্কুলে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিশু বান্ধব পরিবেশে খেলাধূলা ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলাই প্রাক-প্রাথমিক স্কুল চালুকরণের উদ্দেশ্য।

## NRB ব্যাংক ও মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশের কৃষি খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতকে আরো এগিয়ে নিতে গত ১৪ সেপ্টেম্বর এনআরবি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এনআরবি ব্যাংক ও মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)- এর মধ্যে কৃষি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিতরণ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এমএসএস-কে প্রাথমিকভাবে ২৫ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা প্রদান করবে এনআরবি ব্যাংক যা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করা হবে। ঋণের অর্থ এমএসএস- এর বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে কৃষি ও এসএমই খাতে বিতরণ করা হবে।

এমএসএস- এর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক মুনাওয়ার রেজা খান ও এনআরবি ব্যাংকের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুন মাহমুদ শাহ্ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## নতুন ছয় ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এমএসএস ট্রেইনিং ইউনিট

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন ছয়টি ব্যাচে ৮২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এমএসএস ট্রেইনিং ইউনিট। "মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট কোর্স" এবং "অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন ট্রেইনিং কোর্স" এই দুইটি বিষয়ে উক্ত ব্যাচগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রাজধানীর পান্থপথে এমএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ে এবং নীলফামারী জেলার সিবিআরসি-তে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন এমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মুনাওয়ার রেজা খান।

মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট কোর্সে এমএসএস-এর ৪০ জন ট্রেইনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন ট্রেইনিং কোর্সে এমএসএস-এর বিভিন্ন শাখার ১৮ জন হিসাবরক্ষক এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া এমএসএস সম্পর্কে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ২৪ জনকে।

## আর্থিক দৈন্য কাটিয়ে সফলতার মুখ দেখেছে লিজা

গৃহিণী তানজিলা আক্তার লিজার স্বামী মোঃ জামাল উদ্দিন এক সময় টাইলসের দোকানে চাকুরি করতেন। মাত্র তিন হাজার টাকা মাসিক বেতনে সংসারের ব্যয় মিটিয়ে দুই মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হতো এ দম্পতিকে। অন্যের দোকানে দীর্ঘদিন কাজ করার পর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে জামাল টাইলসের ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের সাধ্য ছিল না। স্বপ্নের পথে মূল বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসার মূলধন। তখন মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)- এর কথা জানতে পেরে লিজা এ প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হন। এমএসএস- এর ০৩ নং শাখার অগ্রসর ঋণী সদস্য হিসেবে প্রথমে অল্প পুঁজি নিয়ে টাইলসের ব্যবসা শুরু করেন।

পরবর্তীতে এমএসএস হতে প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক ঋণ সহায়তা নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন লিজা-জামাল দম্পতি। এমএসএর- এর সহায়তায় বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মূলধন ৮০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তাঁদের প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছয়জন বেতনভুক্ত কর্মচারী রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর বেতন ও ব্যবসার সব খরচ মিটিয়েও প্রতি মাসে তাঁদের ব্যবসা থেকে আয় হয় প্রায় এক লাখ ৭৪ হাজার টাকা। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় তাঁরা গ্রামের মাটির বাড়ির জায়গায় পাকা বাড়ি করেছেন।

লিজা জানান, "আমার স্বামী অন্যের দোকানে কাজ করার সময় আর্থিক অনটন লেগেই থাকতো। সাহস করে ব্যবসার উদ্যোগ নেওয়ার কারণেই আজ স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। স্বচ্ছলতার মুখও দেখেছি। আর এর পুরো অবদানই এমএসএস-এর। এমএসএস পাশে ছিল বলেই আমরা স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছি এবং অনেক ভালো আছি।"

এটি মানবিক সাহায্য সংস্থা'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের একটি প্রকাশনা
সেল সেন্টার (৪র্থ তলা),২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫